ক্লাসে ফতোয়াবাজি!

একশ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন দেশের সহজ-সরল মানুষদের ফতোয়া দিয়ে আসছিল। ধর্মের নামে ফতোয়া দিয়ে এতদিন গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছিল এক সময়। তখন ফতোয়া নিয়ে জনকণ্ঠে সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। ফতোয়ার বিষবাষ্পে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে জনজীবন। সেই ফতোয়া যে দেশের প্রধান শিক্ষাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পড়বে এটা অভাবনীয় ব্যাপার। যে শিক্ষাঙ্গনকে বলা হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রেণীকক্ষে ফতোয়া ঢুকে পড়বে, এটা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু সেই ঘটনাই ঘটেছে। এ ঘটনার পর এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ একশ্রেণীর শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এর আগে, বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনামলে এই বিভাগ থেকে একসঙ্গে ৫২ জনের প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তির ঘটনা ঘটেছিল। সেই বিভাগেরই এক শিক্ষক এখন পাঠদানের নামে ভিন্ন ধর্মকে কটাক্ষ করা থেকে শুরু করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানার কাজটি করেছেন। নিজের লেখা একটি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে বাধ্য করিয়েছেন তিনি। সাম্প্রদায়িক এই শিক্ষকের কোর্স 'প্রাচ্যের রাজনৈতিক দর্শন'। এই কোর্সটি পড়াতে গিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন নিজের লেখা গ্রন্থ 'ইসলামে পোশাক প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ'। মূল কোর্সের সঙ্গে তাঁর এই বইয়ের কোন সঙ্গতি নেই। কিন্তু নম্বরের জন্য শিক্ষার্থীদের এই বইটি পড়তে বাধ্য হতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই বইটির ওপর দশ নম্বরের একটি পরীক্ষাও নেয়া হয়েছে। মূল কোর্সের সঙ্গে মিল না থাকলেও শুধু নম্বরের জন্য শিক্ষার্থীরা এই পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছে। 'প্রাচ্যের রাজনৈতিক দর্শন'—এই কোর্সটি পড়তে কেন একজন শিক্ষক নিজের ধর্মীয় ধ্যানধারণা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেবেন, সেটা বোধের অগম্য। শুধু পড়লেই যে পার পেয়ে যাওয়া গেল তা নয়, ঐ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এমনটিও বলেছেন যে, 'তারা অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা অন্যদের বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম কি-না।' শিক্ষকের এই মনোভাবের ভেতর দিয়ে এটা স্পষ্ট যে, তিনি তাঁর ওপর অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন করছেন। আর এটা করতে গিয়ে তিনি অন্য ধর্মকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। বিষয়টি তিনি জানতেন না বলে সংবাদপত্রের কাছে বলেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। আর ঐ শিক্ষক বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, কোর্সের শিক্ষক হিসেবে তিনি যে কোন বই শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারেন। যে বইটি রেফারেন্স বই হিসেবে গৃহীত নয়, তেমন একটি বই কোর্সে পড়ানো হলে বা শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করা হলে বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কি কিছুই করার নেই? রেফারেন্স বই বলে যে কোন ধরনের বই কি কোন শিক্ষক ইচ্ছে করলেই শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারেন বা পড়তে বাধ্য করতে পারেন? পারেন না। কারণ শ্রেণীকক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা চলে না। শ্রেণীকক্ষ কোন শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রচারের জায়গা নয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা আসে জ্ঞানলাভ করতে। শ্রেণীকক্ষ ধর্মান্ধতা প্রচারের জায়গা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্ররা এরই মধ্যে ঐ শিক্ষককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে যা বলেছেন তা তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলেছেন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম দেখার জন্য কি কেউ নেই? একজন শিক্ষক কোর্সের নামে ক্লাসে ফতোয়াবাজি শেখাবেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি নৈতিকতার দিক থেকে এতটাই অবক্ষয় ঘটে গেছে?